সমকাল

2 8 JAN 2026

বাংলাদেশের পণ্যে শুল্ক কমাতে পারে যুক্তরাষ্ট্র

■ সমকাল প্রতিবেদক

যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে স্বস্তির সংবাদ দিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার আন্তর্জাতিকবিষয়ক বিশেষ দূত লুৎফে সিদ্দিকী। তিনি বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের পণ্যের ওপর আরোপিত পাল্টা শুল্ক কমানোর ঘোষণা দিতে পারে। চলতি সপ্তাহের শেষের দিকে অথবা আগামী সপ্তাহের শুরুতে এই ঘোষণাটি আসতে পারে। সুইজারল্যান্ডের দাভোসে অনুষ্ঠিত বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের (ডব্লিউইএফ) বৈঠকের ফাঁকে মার্কিন ট্রেজারি সেক্রেটারি এবং প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মন্ত্রিসভার সদস্য স্কট বেসেন্টের সঙ্গে বৈঠক থেকে এই বার্তা পাওয়া গেছে। তবে বাড়তি শুল্ক কতটা কমতে পারে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট কিছু বলেননি তিনি।

ডব্লিউইএফ সম্মেলনে অংশগ্রহণ সম্পর্কিত এক ব্রিফিংয়ে গতকাল মঙ্গলবার এসব কথা বলেন প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ দূত। রাজধানীর বেইলি রোডে ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে এই আয়োজন করা হয়। ব্রিফিংয়ে ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) সঙ্গে একটি মুক্তবাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) করার বিষয়ে অগ্রগতি ও স্বল্পোন্নত দেশের (এলডিসি) কাতার থেকে উত্তরণের পর জাপানের বাজারে শুল্কমুক্ত রপ্তানি সুবিধা অব্যাহত থাকার অগ্রগতির বিষয়ে কথা বলেন তিনি।

মার্কিন পাল্টা শুল্ক প্রসঙ্গে লুৎফে সিদ্দিকী বলেন, ওয়াশিংটন বাংলাদেশের ওপর থেকে শুল্ক কমানোর বিষয়ে আন্তরিক এবং শিগগির একটি ঘোষণা আশা করা হচ্ছে। তবে বর্তমান ২০ শতাংশ শুল্ক থেকে কত পরিমাণ কমানো হবে তা এখনও স্পষ্ট নয়। পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতেই বাংলাদেশের পণ্যে প্রথমে আরোপিত ৩৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ২০ শতাংশে শুল্ক নামিয়ে আনা হয়।

নতুন করে আবার শুল্ক কমানোর কারণ ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের শুল্কমুক্ত নীতির অনেক উপাদান বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের

সংবাদ সম্মেলনে প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ দূত লুৎফে সিদ্দিকী

সংস্কার এজেন্ডার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এছাড়াও যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে প্রায় ৬ বিলিয়ন ডলারের বাণিজ্য ঘাটতি উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। এই বিষয়গুলো বিবেচনায় নিয়ে বাংলাদেশের ওপর শুল্কবাধা কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে আন্তরিকতা দেখাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র।

প্রসঙ্গত, গত বছরের ২ এপ্রিল যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে প্রবেশে ৬০ দেশের পণ্যে সর্বোচ্চ ৫০ শতাংশসহ বিভিন্ন হারে শুল্ক আরোপের ঘোষণা দেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। তখন বাংলাদেশের পণ্যে ৩৭ শতাংশ পাল্টা শুল্ক আরোপের কথা বলা হয়, যা কার্যকর হওয়ার কথা ছিল ৯ এপ্রিল। কার্যকরের দিন তিন মাসের জন্য দেশভিত্তিক বাড়তি শুল্ক আরোপের ঘোষণা স্থগিত করা হয়। তিন মাসের এ শুল্ক বিরতির সময়সীমা শেষ হওয়ার আগে গত ৯ জুলাই বাংলাদেশসহ ১৪ দেশের জন্য নতুন করে শুল্কহার পুনর্নির্ধারণ করেন ট্রাম্প। তখন বাংলাদেশের পণ্যে পাল্টা শুল্ক ২ শতাংশ কমিয়ে ৩৫ শতাংশ করা হয়। ১ আগস্ট থেকে এই হার কার্যকর হওয়ার কথা ছিল। এর মধ্যে সরকারের সঙ্গে দফায় দফায় আলোচনায় ১ আগস্ট বাংলাদেশের পণ্যে পাল্টা শুল্ক ২০ শতাংশে নামিয়ে আনা হয়, যা ওই দিন থেকেই কার্যকর হয়। যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশের পণ্যে চূড়ান্ত শুল্ক দাঁড়ায় ৩৫ শতাংশ।

শুল্কের প্রভাবে ঠিক তখন থেকেই হঠাৎ রপ্তানিতে ছন্দপতন ঘটে। ব্র্যান্ড-ক্রেতারা রপ্তানি আদেশ কমিয়ে দেয়। চলমান রপ্তানি আদেশও বাতিল কিংবা স্থগিত হয়। রাতারাতি কমে যায় রপ্তানি আয়। এছাড়া প্রতিযোগী চীন ও ভারতের ওপর বেশি শুল্কের কারণে দেশ দুটি ইইউতে আগ্রাসী বাণিজ্য শুরু করে। এ কারণে বাংলাদেশের সার্বিক রপ্তানি কমে যায়।

বাংলাদেশ-ইইউ বাণিজ্য সম্পর্ক সম্পর্কে লুৎফে বলেন, ডব্লিউইএফ সম্মেলনে সম্ভাব্য এফটিএ নিয়ে ইইউ কমিশনার রোক্সানা মিনজাতু ও জোজেফ সিকেলার সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে স্পষ্টভাবে জানানো হয়েছে যে, বাংলাদেশ ইইউর সঙ্গে এফটিএ করতে চায় এবং তারা আগ্রহ দেখিয়েছে। তবে তাদের এ ধরনের প্রক্রিয়া ধীর। ইইউ বর্তমানে ভারতের সঙ্গে এফটিএ করার চেষ্টা করছে। ভিয়েতনাম আগেই করেছে, যা বাংলাদেশের জন্য চ্যালেঞ্জ তৈরি করতে পারে। তবে আতঙ্কিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। আলোচনা চালিয়ে যেতে হবে। এ বিষয়ে পরবর্তী সরকারের জন্য বিস্তারিত নোট রেখে যাওয়ার কথা জানান তিনি।

ডব্লিউটিও মহাপরিচালকের সঙ্গে আলোচনার বিষয়ে লুৎফে বলেন, ভবিষ্যৎ বাণিজ্য নীতির বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা হয়েছে, যেখানে ডব্লিউটিওপ্রধান বাংলাদেশকে ধীরে ধীরে বহুপক্ষীয় বাণিজ্য নির্ভরতার বাইরে চলে যেতে এবং দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য চুক্তির ওপর আরও বেশি মনোযোগ দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন।

তিনি বলেন, জাপানের সঙ্গে একটি অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব চুক্তি (ইপিএ) নিয়ে ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে। দেশটির বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী জানিয়েছেন যে, আগামী এক বা দুই সপ্তাহের মধ্যে বাংলাদেশের সঙ্গে একটি আনুষ্ঠানিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হতে পারে।

সমকাল
2 8 JAN 2026

এলডিসি থেকে উত্তরণ আর্থিক খাতে নতুন চাপ তৈরি করবে

আইসিসিবির গোলটেবিল বৈঠকে বক্তারা

রাজধানীর বনানীর একটি হোটেলে গতকাল মঙ্গলবার ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স, বাংলাদেশ (আইসিসিবি) আয়োজিত গোলটেবিলে উপস্থিত অতিথি ও ব্যবসায়ী নেতারা ● সমকাল

■ বিশেষ প্রতিনিধি

বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশের (এলডিসি) তালিকা থেকে উত্তরণের দ্বারপ্রান্তে। এই উত্তরণ দেশের জন্য গর্বের হলেও এর ফলে ব্যাংকিং খাতে বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ তৈরি হতে পারে। বিশেষ করে আর্থিক খাতে নতুন চাপ তৈরি করবে। গতকাল ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স (আইসিসি) বাংলাদেশ আয়োজিত 'ব্যাংক খাতের ওপর এলডিসি উত্তরণের প্রভাব: বাংলাদেশ প্রেক্ষিত' শীর্ষক গোলটেবিলে বক্তারা এমন মত দেন।

বৈঠকের প্রধান অতিথি বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর বলেন, মাথাপিছু আয়, মানবসম্পদ ও অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা– সব সূচকে বাংলাদেশ উন্নতি করেছে। আজ হোক বা দুবছর পরে এলডিসি থেকে উত্তরণ হতেই হবে। ফলে কেবল এলডিসি থেকে উত্তরণ পিছিয়ে দেওয়ার আলোচনা না করে দক্ষ মানবসম্পদ গড়ার ওপর জোর দিতে হবে। সুশাসন ও জবাবদিহি নিশ্চিতের মাধ্যমে শক্তিশালী অর্থনৈতিক ভিত্তি গড়তে হবে।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আইসিসি বাংলাদেশের সভাপতি মাহবুবুর রহমান। তিনি বলেন, এলডিসি থেকে উত্তরণের ফলে বাংলাদেশ ধীরে ধীরে শুল্কমুক্ত বাজার সুবিধা, সহজ ঋণ এবং নীতিগত ছাড় হারাবে। বিশেষ করে আর্থিক খাতে নতুন চাপ তৈরি হবে। এলডিসি উত্তরণ শুধু উদযাপনের বিষয় নয়, এটি একটি কাঠামোগত পরিবর্তন। এই সময়ে একটি শক্তিশালী, বিশ্বাসযোগ্য ও স্বাধীন কেন্দ্রীয় ব্যাংকই হবে আর্থিক স্থিতিশীলতার মূল ভরকেন্দ্র।

ঢাকার বনানীতে শেরাটন হোটেলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন আইসিসি বাংলাদেশের ব্যাংকিং কমিশনের চেয়ারম্যান মুহাম্মদ এ (রুমী) আলী। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনা করেন বিআইবিএমের অধ্যাপক ড. শাহ মো. আহসান হাবিব। আলোচনায় অংশ নেন বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকের (বিএবি) চেয়ারম্যান আবদুল হাই সরকার, আইসিসি বাংলাদেশের সহসভাপতি এ. কে. আজাদ, বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংকের চেয়ারম্যান মো. জসিম উদ্দিন, আইসিসি বাংলাদেশের সহসভাপতি নাসের এজাজ বিজয়, ট্রান্সকম গ্রুপের সিইও সিমিন রহমান, বিকেএমইএর সাবেক সভাপতি মো. ফজলুল হক, মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকের এমডি সৈয়দ মাহবুবুর রহমান, প্রাইম ব্যাংকের এমডি হাসান ও. রশিদ এবং পিকার্ড বাংলাদেশের ডিএমডি অমৃতা মাকিন ইসলাম।

> "কেবল পিছিয়ে দেওয়ার আলোচনা না করে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরিতে গুরুত্ব দিতে হবে
>
> **আহসান এইচ মনসুর**
> গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক

বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর বলেন, 'এলডিসি থেকে উত্তরণ মৌলিক বিষয়। আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে– আমরা কি সোমালিয়া বা আফগানিস্তানের মতো দেশের সঙ্গে এলডিসি তালিকায় থাকব, নাকি উন্নয়নশীল দেশের কাতারে যাব।'

তিনি বলেন, একটা দেশ থেকে ৩ লাখ কোটি টাকা পাচার হয়ে গেছে। আমানত প্রবৃদ্ধি ৬ শতাংশে নেমেছিল। এখন তা ১১ শতাংশে উঠেছে। এ পরিস্থিতিতে মুদ্রানীতি কঠোর হবে না কেন? মূল্যস্ফীতি সাড়ে ১২ থেকে সাড়ে ৮ শতাংশে নামানো গেছে। এটা যদি সম্ভব হয়, আগামীতে ৩ থেকে ৪ শতাংশে কেন নামানো যাবে না? তিনি বলেন, সুদহার কমাতে হলে প্রকৃত খেলাপি ঋণ কমাতে হবে। এটি করতে হবে ব্যাংক খাতের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি বাড়ানোর মাধ্যমে।

ব্যবসায়ী সংগঠনের উদ্দেশে তিনি বলেন, দেশ থেকে যখন টাকা লুট হয়েছে, ব্যবসায়ী সংগঠনগুলো চুপ ছিল। আমরা কার্যকর ব্যবসায় সংগঠন দেখতে চাই, পাপেট নয়। তা না হলে গণতন্ত্র কখনও শক্তিশালী হয় না। তিনি উল্লেখ করেন, ব্যাংক খাতের স্থায়ী সংস্কারের জন্য সরকারের কাছে আইন সংশোধনের প্রস্তাব করা হয়েছে। তবে বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ব্যাংক কোম্পানি আইন, অর্থঋণ আদালত আইন সংশোধনের প্রস্তাব দীর্ঘদিন ধরে অর্থ মন্ত্রণালয়ে পড়ে আছে।

আলোচকরা যা বললেন

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, এলডিসি থেকে উত্তরণের পর বিশেষ বাণিজ্য সুবিধা ধীরে ধীরে কমে যাবে। বাড়বে বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা, সংকুচিত হবে রপ্তানি মুনাফা এবং ব্যয় বাড়বে জীবনযাত্রার ব্যয়। এসব পরিবর্তন মোকাবিলায় দেশের প্রস্তুতি এখনও যথেষ্ট নয়।

আলোচনায় এ. কে. আজাদ বলেন, শুধু মুদ্রানীতি কঠোর করলেই মূল্যস্ফীতি কমবে না। এর সঙ্গে রাজস্বসহ অনেক বিষয় সম্পৃক্ত। মুদ্রানীতি কঠোর করার ফলে ১২ লাখ লোক চাকরি হারিয়েছে। আগামী ছয় মাসে আরও ১২ লাখ লোক চাকরি হারাবে বলে তাঁর ধারণা। তিনি বলেন, এলডিসি থেকে উত্তরণ পিছিয়ে দেওয়ার বিষয়ে অন্তর্বর্তী সরকারকে বোঝানো হয়েছে। উত্তরণের পর রপ্তানিসহ বিভিন্ন খাতের প্রভাব তুলে ধরার পরও বর্তমান সরকার ব্যবসায়ীদের সঙ্গে একমত হতে পারেনি। নির্বাচিত সরকার আসার পরই সম্ভাব্য প্রভাব তুলে ধরতে হবে, যাতে তারা সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

তিনি বৈঠকে উপস্থাপিত মূল প্রবন্ধের কয়েকটি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, এলডিসি থেকে উত্তরণ হলে ইউরোপীয় ইউনিয়নে ৪৫ শতাংশ রপ্তানি আয়ে প্রভাব পড়বে। তৈরি পোশাক রপ্তানি কমার প্রভাবে ব্যাংক খাতের খেলাপি ঋণ প্রায় ৩৬ শতাংশ হয়েছে। পদ্ধতিগত চাপের মাধ্যমে রপ্তানি আরও কমবে এবং ব্যাংক খাতে তারল্য সংকট সৃষ্টি হবে।

সিমিন রহমান বলেন, এলডিসি থেকে উত্তরণের প্রস্তুতি হিসেবে দেশে অ্যাকটিভ ফার্মাসিউটিক্যাল ইনগ্রিডিয়েন্টের স্থানীয় উৎপাদন বাড়ানো এখন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ফজলুল হক বলেন, ২০২৬ সালের নভেম্বরের জন্য দেশ এখনও পুরোপুরি প্রস্তুত নয় এবং স্বাধীন কেন্দ্রীয় ব্যাংক খুবই জরুরি। অমৃতা মাকিন ইসলাম বলেন, তৈরি পোশাক খাতের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা কমিয়ে রপ্তানিতে বৈচিত্র্য আনা জরুরি।

মুহাম্মদ এ. (রুমি) আলী বলেন, এলডিসি থেকে উত্তরণের ঝুঁকি নিয়ে যথেষ্ট আগাম আলোচনা ও প্রস্তুতি দেখা যাচ্ছে না। সৈয়দ মাহবুবুর রহমান বলেন, এলডিসি থেকে উত্তরণ উন্নয়নের শেষ নয়, বরং নতুন অধ্যায়ের শুরু। হাসান ও. রশীদ বলেন, এর প্রভাব পুঁজিবাজারেও পড়বে। কারণ, অনেক ব্যাংক তালিকাভুক্ত।

প্রথম আলো

28 JAN 2026

আগামী সপ্তাহে শুল্ক কমানোর ঘোষণা দিতে পারে যুক্তরাষ্ট্র

সংবাদ সম্মেলনে লুৎফে সিদ্দিকী

ইউএনবি, *ঢাকা*

লুৎফে সিদ্দিকী

যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে চলতি সপ্তাহের শেষ দিকে কিংবা আগামী সপ্তাহের শুরুর দিকে বাংলাদেশের ওপর আরোপিত পাল্টা শুল্ক (রেসিপ্রোকাল ট্যারিফ) কমানোর ঘোষণা আসতে পারে বলে জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার আন্তর্জাতিক বিষয়সংক্রান্ত বিশেষ দূত লুৎফে সিদ্দিকী।

গতকাল মঙ্গলবার রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে এক সংবাদ সম্মেলনে লুৎফে সিদ্দিকী এ কথা জানান। সুইজারল্যান্ডের দাভোসে অনুষ্ঠিত বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামে (ডব্লিউইএফ) বাংলাদেশের অংশগ্রহণ ও অর্জনের বিষয়ে জানাতে এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

লুৎফে সিদ্দিকী বলেন, ওয়াশিংটন বাংলাদেশের ওপর আরোপিত শুল্ক কমানোর বিষয়ে আন্তরিক এবং শিগগিরই এ-সংক্রান্ত ঘোষণা আসার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে বিদ্যমান ২০ শতাংশ শুল্ক ঠিক কতটা কমানো হবে, তা এখনো স্পষ্ট নয় বলে জানান তিনি।

দাভোসে সম্মেলনের ফাঁকে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থমন্ত্রী স্কট বেসেন্টের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন জানিয়ে লুৎফে সিদ্দিকী বলেন, 'যুক্তরাষ্ট্রের অশুল্কনীতির অনেক বিষয় বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের সংস্কার কর্মসূচির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এ ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের যে প্রায় ৬০০ কোটি ডলারের বাণিজ্যঘাটতি ছিল, তা অনেকটা কমে এসেছে। এসব বিষয় বিবেচনায় নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের ওপর থেকে বাণিজ্য বাধা কমাতে আন্তরিকতা দেখাচ্ছে। আশা করা যাচ্ছে, দ্রুতই একটি ইতিবাচক সিদ্ধান্ত আসবে।'

বণিক বার্তা

28 JAN 2026

সংবাদ সম্মেলনে লুৎফে সিদ্দিকী

বাংলাদেশের ওপর শুল্ক কমানোর ঘোষণা শিগগিরই দিতে পারে যুক্তরাষ্ট্র

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

প্রধান উপদেষ্টার আন্তর্জাতিক বিষয়সংক্রান্ত বিশেষ দূত লুৎফে সিদ্দিকী জানিয়েছেন, যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে চলতি সপ্তাহের শেষ দিকে কিংবা আগামী সপ্তাহের শুরুর দিকে . বাংলাদেশের ওপর আরোপিত পাল্টা শুল্ক (রেসিপ্রোকাল ট্যারিফ) কমানোর ঘোষণা আসতে পারে।

গতকাল রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে এক সংবাদ সম্মেলনে লুৎফে সিদ্দিকী এ কথা জানান। সুইজারল্যান্ডের দাভোসে অনুষ্ঠিত বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামে (ডব্লিউইএফ) বাংলাদেশের অংশগ্রহণ ও অর্জনের বিষয়ে জানাতে এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

লুৎফে সিদ্দিকী বলেন, 'ওয়াশিংটন বাংলাদেশের ওপর আরোপিত শুল্ক কমানোর বিষয়ে আন্তরিক এবং শিগগিরই এ-সংক্রান্ত ঘোষণা আসার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে বিদ্যমান ২০ শতাংশ শুল্ক ঠিক কতটা কমানো হবে, তা এখনো স্পষ্ট নয়।'

দাভোসে সম্মেলনের ফাঁকে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থমন্ত্রী স্কট বেসেন্টের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন জানিয়ে লুৎফে সিদ্দিকী বলেন, 'যুক্তরাষ্ট্রের অশুল্কনীতির অনেক বিষয় বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের সংস্কার কর্মসূচির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের যে প্রায় ৬০০ কোটি ডলারের বাণিজ্য ঘাটতি ছিল, তা অনেকটা কমে এসেছে। এসব বিষয় বিবেচনায় নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের ওপর থেকে বাণিজ্য বাধা কমাতে আন্তরিকতা দেখাচ্ছে। আশা করা যাচ্ছে, দ্রুতই একটি ইতিবাচক সিদ্ধান্ত আসবে।'

বাংলাদেশ ইউরোপীয় ইউনিয়নের . (ইইউ) বাণিজ্য সম্পর্ক প্রসঙ্গে লুৎফে সিদ্দিকী বলেন, 'ইইউ কমিশনার রোক্সানা মিনজাতু ও জোজেফ সিকেলার সঙ্গে সম্ভাব্য মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আমরা ইইউর সঙ্গে এফটিএ স্বাক্ষরের আগ্রহের কথা স্পষ্ট করেছি। তারা এতে আগ্রহ দেখিয়েছে, তবে তাদের প্রক্রিয়াটি ধীরে এগোচ্ছে। ইইউ বর্তমানে ভারতের সঙ্গে এফটিএ নিয়ে কাজ করছে এবং এরপর হয়তো ভিয়েতনামের দিকে এগোবে, যা বাংলাদেশের জন্য কিছুটা চ্যালেঞ্জের হতে পারে। তাতেও ভয়ের কিছু নেই। আমাদের আলোচনা চালিয়ে যেতে হবে। পরবর্তী সরকারের জন্য আমি এ বিষয়ে বিস্তারিত নোট রেখে যাব।'

বণিক বার্তা
2 8 JAN 2026

ভারত-ইইউ এফটিএ আলোচনা সম্পন্নের ঘোষণা

প্রতিযোগিতার চাপে ইউরোপে বাজার হারানোর শঙ্কায় বাংলাদেশী পোশাক

ইইউর দেশগুলোয় ছয় বছরে বাংলাদেশ ও ভারত থেকে পোশাক রফতানি (কোটি ডলার)

বাংলাদেশ
ভারত

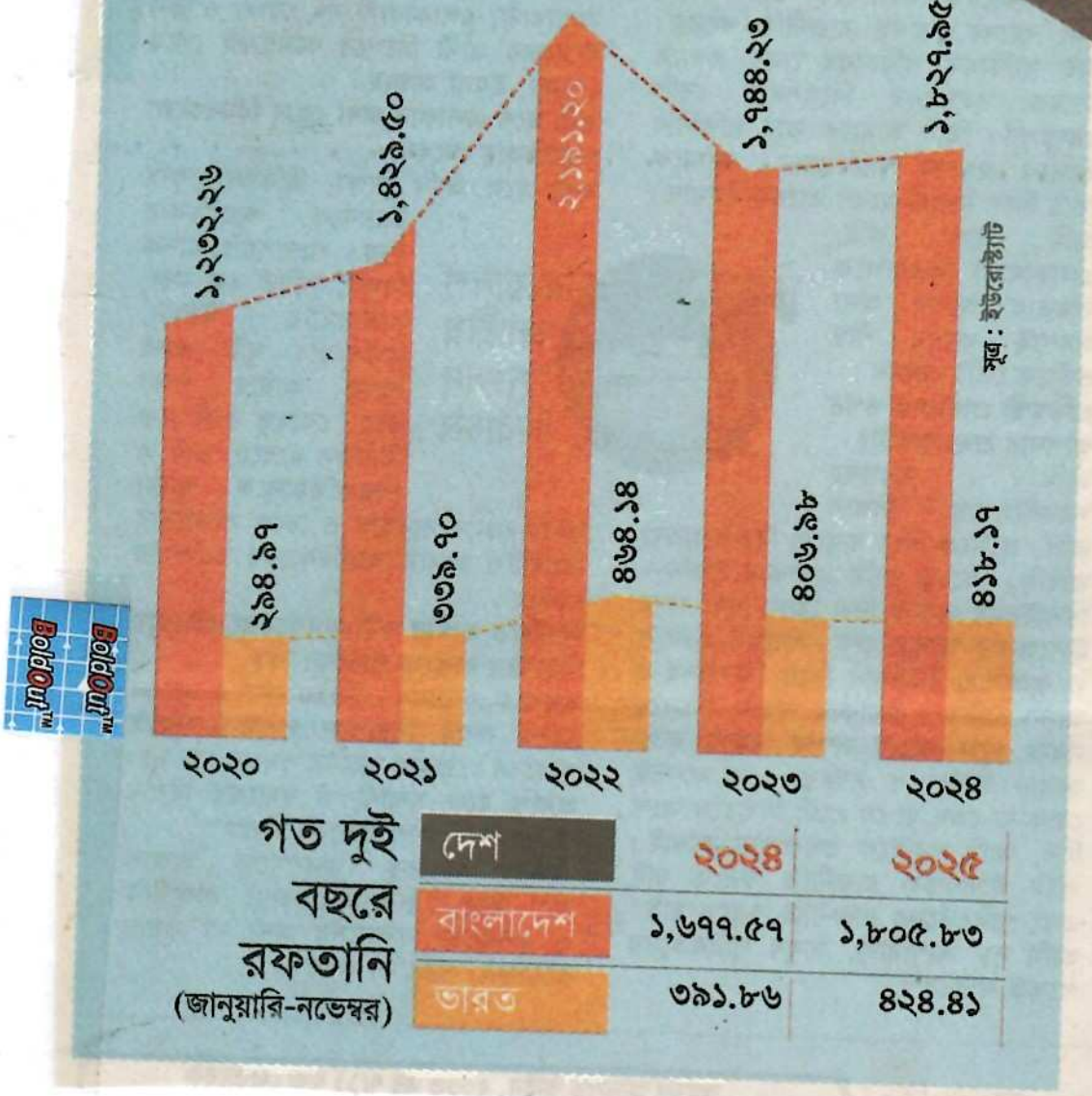

গত দুই বছরে রফতানি (জানুয়ারি-নভেম্বর)

দেশ	২০২৪	২০২৫
বাংলাদেশ	১,৬৭৭.৫৭	১,৮০৫.৮৩
ভারত	৩৯১.৮৬	৪২৪.৪১

এলডিসি গ্র্যাজুয়েশনের পর ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাজারে প্রবেশ করতে গেলে পোশাকের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ কোনো সুবিধা নাও পেতে পারে। সে ক্ষেত্রে সামনে বড় চ্যালেঞ্জ অপেক্ষা করছে বলে মনে করেন বিশ্লেষকরা। তাদের দাবি, এলডিসি গ্র্যাজুয়েশনের পর ইইউতে জিএসপি প্লাস সুবিধা প্রাপ্তির বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। না হলে বাংলাদেশের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে

বদরুল আলম

ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) ও ভারতের মধ্যে একটি বৃহৎ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। মানুষ একে 'মাদার অব অল ডিলস' বলে অভিহিত করছে জানিয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেছেন, এ চুক্তি দুই অঞ্চলের জনগণের জন্য বিশাল সুযোগ সৃষ্টি করবে। ভারতের গোয়ায় গতকাল ইন্ডিয়া এনার্জি উইক ২০২৬-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিকে (এফটিএ) দুই বৃহৎ অর্থনীতির মধ্যে সহযোগিতার উৎকৃষ্ট উদাহরণ হিসেবেও উল্লেখ করেন তিনি।

ইইউ ও ভারতের মধ্যে হতে যাওয়া এফটিএ চুক্তি অবশ্য তৈরি পোশাকভিত্তিক রফতানিনির্ভর বাংলাদেশের জন্য শঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইইউর সঙ্গে এফটিএর মাধ্যমে বাংলাদেশও যদি প্রতিযোগিতার সমান ক্ষেত্র তৈরি করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে অবধারিতভাবে ইউরোপে বাংলাদেশী তৈরি পোশাকের বাজার হারানোর আশঙ্কা করছেন এ খাতের রফতানিকারকরা। তবে ২০২৯ সালে এলডিসি গ্র্যাজুয়েশন-পরবর্তী গ্রেস পিরিয়ড শেষ হওয়া পর্যন্ত ইইউ ও ভারতের মধ্যে হতে যাওয়া এফটিএ চুক্তির তেমন কোনো প্রভাব বাংলাদেশের ওপর পড়বে না বলেও জানিয়েছেন তারা।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিশ্লেষকরা বলছেন, ভারত ও ইইউর চুক্তির প্রভাব নিয়ে বাংলাদেশকে গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে। কারণ এর গুরুত্বপূর্ণ বা সুদূরপ্রসারী প্রভাব বাংলাদেশের ওপর পড়তে পারে। ওই চুক্তির মাধ্যমে ভারত পোশাক রফতানির ক্ষেত্রে শুল্কমুক্ত সুবিধা পেতে পারে। সুতা-কাপড়ে ভারতের স্থানীয় শিল্পসক্ষমতা অনেক বড় ও শক্তিশালী। ফলে দেশটি থেকে আমদানিতে পণ্যের উৎপত্তিস্থল বা রুলস অব অরিজিন-সংক্রান্ত ইউরোপীয় ইউনিয়নের শর্ত ভারত সহজেই উতরাতে পারবে।

অন্যদিকে, এলডিসি থেকে বের হয়ে যাওয়ার পরে ইইউতে বাংলাদেশ কী পাবে সেটা এখনো ঠিক হয়নি। গ্র্যাজুয়েশনের পর ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাজারে প্রবেশ করতে গেলে পোশাকের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ কোনো সুবিধা নাও পেতে পারে। যদি তা-ই হয়, তাহলে বাংলাদেশের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ রয়েছে।

বিশ্লেষকরা বলছেন, এলডিসি গ্র্যাজুয়েশনের পর ইইউতে বাংলাদেশকে জিএসপি প্লাস সুবিধা প্রাপ্তির বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। তবে জিএসপি প্লাস পেলেও বাংলাদেশ পোশাক পণ্যে শুল্কমুক্ত সুবিধা পাবে না। কারণ ওই সুবিধা পেতে ইইউর রুলস অব অরিজিন শর্তের যে সীমা, তার চেয়ে অনেক বেশি পোশাকপণ্য ওই অঞ্চলে রফতানি করে বাংলাদেশ। এ সীমার বিষয়টি যদি অনুকূলে আনা সম্ভব না হয়, তাহলে চরমভাবে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে বাংলাদেশের ওপর। আর জিএসপি প্লাস সুবিধার মধ্যে বাংলাদেশের পোশাক পণ্যকে অন্তর্ভুক্ত করা গেলে সমতাসূচক অবস্থান তৈরি হবে। সমান অবস্থান হলেও ভারতের যেহেতু স্থানীয় ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ

এরপর » পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

বণিক বার্তা
2 8 JAN 2026

শিল্প অনেক শক্তিশালী, কাজেই সেখানে অনেক বেশি প্রতিযোগিতা মোকাবেলা করতে হবে।

রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি ইন্টিগ্রেশন ফর ডেভেলপমেন্টের (আরএপিআইডি) চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক বণিক বার্তাকে বলেন, 'ইইউ-ভারত এফটিএ আলোচনা সম্পন্নের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশকে এখন দ্রুত ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে এনগেজ হতে হবে। নিশ্চিত করতে হবে এলডিসির পর ইইউতে যেন বাংলাদেশও ভালো একটা ডিল পায়। না হলে বাংলাদেশ মারাত্মক প্রতিযোগিতার মুখে পড়বে। আমি মনে করি, ভারত-ইইউ চুক্তি আগামী দিনগুলোয় বাংলাদেশের জন্য চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে। পোশাকের বাইরে বাংলাদেশের রফতানি পণ্য তেমন কিছু নেই, আর ইউরোপে পোশাক পণ্যই সবচেয়ে বেশি রফতানি করে বাংলাদেশ। কাজেই ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাজারে আমাদের পোশাক পণ্যের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা অনেক বাড়বে।

এ চুক্তির ফলে প্রতিযোগিতা বেড়ে যাওয়ার পাশাপাশি বাংলাদেশের ওপর সরাসরি নেতিবাচক প্রভাব পড়তে যাচ্ছে কিনা, এমন প্রশ্নের জবাবে ড. মোহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক বণিক বার্তাকে আরো বলেন, 'হ্যাঁ। বিশেষ করে এখন জিএসপি পাওয়ার জন্য ইউরোপীয় ইউনিয়নের যে শর্ত আছে, সেগুলো যদি একই রকম থাকে, তাহলে অবশ্যই আমাদের ওপর বড় মাত্রায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। ফলে তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ হিসেবে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে বসতে হবে। নিশ্চিত হতে হবে যে ইইউতে বাংলাদেশ জিএসপি প্লাস সুবিধা পাবে এবং একই সঙ্গে তৈরি পোশাকের ক্ষেত্রে শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার পাবে। জিএসপি প্লাসের ক্ষেত্রে রুলস অব অরিজিনে বাংলাদেশকে দুই স্তরের (ডাবল স্টেজ) শর্ত প্রতিপালন করতে হবে, এ বিষয়টিই দরকষাকষির মাধ্যমে এক স্তরের সুবিধায় আনতে হবে।'

গতকাল প্রকাশিত এফটিএ আলোচনা সম্পন্নবিষয়ক ইইউর আনুষ্ঠানিক বিবৃতিতে বলা হয়, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও ভারত আজ একটি ঐতিহাসিক, উচ্চাভিলাষী এবং বাণিজ্যিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির (এফটিএ) আলোচনা সম্পন্ন করেছে। এটি উভয় পক্ষের জন্যই এখন পর্যন্ত করা সবচেয়ে বড় এফটিএ। এ চুক্তি এমন এক সময়ে বিশ্বের দ্বিতীয় ও চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতির মধ্যে অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সম্পর্ককে আরো গভীর করবে, যখন ভূরাজনৈতিক উত্তেজনা ও বৈশ্বিক অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ বাড়ছে। একই সঙ্গে এটি অর্থনৈতিক উন্মুক্ততা ও নিয়মভিত্তিক বাণিজ্যের প্রতি উভয় পক্ষের যৌথ অঙ্গীকারকে তুলে ধরছে।

ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ফন ডার লিয়েন বলেন, 'আজ ইইউ ও ভারত ইতিহাস সৃষ্টি করল। বিশ্বের সবচেয়ে বড় দুই গণতন্ত্রের অংশীদারত্ব আরো গভীর হলো। আমরা ২০০ কোটি মানুষের একটি মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল তৈরি করেছি, যেখানে উভয় পক্ষই অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হবে। আমরা বিশ্বকে একটি স্পষ্ট বার্তা দিয়েছি যে নিয়মভিত্তিক সহযোগিতা এখনো বড় সাফল্য এনে দিতে পারে। আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, এটি কেবল শুরু, এ সাফল্যের ওপর ভর করে আমরা সম্পর্ককে আরো শক্তিশালী করব।'

বর্তমানে ইইউ ও ভারতের মধ্যে বছরে ১৮০ বিলিয়ন ইউরোর বেশি পণ্য ও সেবার বাণিজ্য হয়, যা ইইউর প্রায় আট লাখ কর্মসংস্থানকে সমর্থন করে। এ চুক্তির ফলে ২০৩২ সালের মধ্যে ভারতে ইইউর পণ্য রফতানি দ্বিগুণ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ ভারতে ইইউর ৯৬ দশমিক ৬ শতাংশ পণ্য রফতানির ওপর শুল্ক সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে বাতিল বা কমানো হবে। সামগ্রিকভাবে এ শুল্ক হ্রাসের ফলে ইউরোপীয় পণ্যের ক্ষেত্রে বছরে প্রায় ৪ বিলিয়ন ইউরো শুল্ক সাশ্রয় হবে।

বিবৃতিতে আরো বলা হয়, ইইউ ও ভারতের মধ্যে এফটিএ আলোচনা প্রথম শুরু হয় ২০০৭ সালে। ২০১৩ সালে আলোচনা স্থগিত হয় এবং ২০২২ সালে পুনরায় শুরু হয়। শেষ (১৪তম) আনুষ্ঠানিক আলোচনার রাউন্ড হয় ২০২৫ সালের অক্টোবরে। একই সঙ্গে ভৌগোলিক নির্দেশক (জিআই) ও বিনিয়োগ সুরক্ষা চুক্তি নিয়েও আলোচনা চলছে।

এফটিএ আলোচনা সম্পন্নের ঘোষণায় ভবিষ্যৎ নিয়ে বড় ধরনের শঙ্কা তৈরি হয়েছে বাংলাদেশের পোশাক রফতানিকারকদের। কারণ বাংলাদেশী পোশাক রফতানির সবচেয়ে বড় অঞ্চল ইইউ। অর্থমূল্য বিবেচনায় বাংলাদেশের মোট পণ্য রফতানির ৮১ শতাংশের বেশি তৈরি পোশাক। পণ্যটির মোট রফতানির ৫০ শতাংশই হয় ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলোয়। ফলে সুতা ও কাপড় উৎপাদনে শক্তিশালী অবস্থানে থাকা ভারতের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় দীর্ঘমেয়াদে বাংলাদেশের টিকে থাকা নিয়ে সংশয় আরো বেড়ে গেছে।

ভারত-ইইউ এফটিএর প্রভাব ও বাংলাদেশের প্রস্তুতি কেমন জানতে চাইলে বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিকেএমইএ) নির্বাহী সভাপতি ফজলে শামীম এহসান বণিক বার্তাকে বলেন, 'আমাদের কোনো প্রস্তুতি নেই। সরকারের প্রস্তুতি নেয়ার কথা কিন্তু নিচ্ছে না। বরং সরকার মনে করছে এলডিসি গ্র্যাজুয়েশনের পর বাংলাদেশের কিছু হবে না। যেহেতু ভারত এফটিএ করছে, আর এ মুহূর্তে আমরা যেহেতু পারছি না, উচিত ছিল ফেব্রুয়ারিতেই আবেদনের মাধ্যমে এলডিসি গ্র্যাজুয়েশনের প্রক্রিয়াটি অন্তত তিন বছরের জন্য পিছিয়ে দেয়া। এতে করে আমরা অন্তত ছয় বছর সময় পেতে পারতাম ইইউর সঙ্গে এফটিএ করার জন্য। ভারত কমপক্ষে ৯-১০ বছরের ধারাবাহিক প্রচেষ্টায় এফটিএ আলোচনা সম্পন্ন করেছে। আমাদেরও অন্তত নয় বছর সময় লাগবে। এফটিএ কার্যকর হলে ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের ২৪ শতাংশের গ্যাপ তৈরি হবে। বাংলাদেশ শূন্য শুল্ক পরিশোধ করত। গ্র্যাজুয়েশনের পর বাংলাদেশকে ১২ শতাংশ শুল্ক পরিশোধ করতে হবে। ভারত বর্তমানে ১২ শতাংশ দিলেও এফটিএ কার্যকর হওয়ায় কোনো শুল্ক দেবে না। এভাবে পণ্যের মূল্য নির্ধারণে ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের ২৪ শতাংশের গ্যাপ তৈরি হবে। ফলে প্রভাব কী ধরনের হবে তা সহজেই অনুমেয়। এলডিসি গ্র্যাজুয়েশনের পর তিন বছরের গ্রেস পিরিয়ড শেষ হওয়ার পরে ভারতের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার কোনো সুযোগই বাংলাদেশের থাকবে না।'

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব মাহবুবুর রহমান গতকাল বণিক বার্তাকে বলেন, 'ইইউর সঙ্গে এফটিএ করার বিষয়ে যোগাযোগ হয়েছে। তাদের দিক থেকে সম্মতি পেলে আলোচনা শুরু হবে। বেশি দেরি হবে না। ভারতের সঙ্গে আলোচনায় ইইউর যে সময় লেগেছে সেটা স্বাভাবিক না।'

ভারত-ইইউ চুক্তি বাংলাদেশের তৈরি পোশাকে প্রভাব ফেলতে পারে কিনা, এ বিষয়ে বাণিজ্য সচিব বলেন, 'আমরা এ রকমটা মনে করছি না। আমরা ইইউতে জিএসপি প্লাস এবং এফটিএ—দুই ধরনের চেষ্টাই করছি। আশা করি দ্রুত আলোচনা সম্পন্ন করতে পারব। বাংলাদেশে ইইউর রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে আলোচনায় তাদের আগ্রহ প্রকাশ পেয়েছে।'

ইউরোস্ট্যাটের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০২৪ সালে বাংলাদেশ ও ভারত থেকে ইইউর পোশাক আমদানির অর্থমূল্য ছিল যথাক্রমে ১ হাজার ৮২৭ কোটি ও ৪১৮ কোটি ডলার। ২০২৫ সালের ১১ মাসে বাংলাদেশ ও ভারত থেকে ইইউ পোশাক আমদানি করেছে যথাক্রমে ১ হাজার ৮০৫ কোটি ও ৪২৪ কোটি ডলারের। দুই দেশের প্রবৃদ্ধি ছিল যথাক্রমে ৭ দশমিক ৬৫ ও ৮ দশমিক ৩১ শতাংশ।

পোশাক রফতানিকারকরা বলছেন দুই দেশের রফতানিতে এখন পর্যন্ত বড় ধরনের পার্থক্য রয়েছে। এ মুহূর্তে বাংলাদেশের ওপর ভারত-ইইউর এফটিএর কোনো প্রভাব না পড়লেও অঞ্চলটির সঙ্গে এফটিএ করতে বাংলাদেশ ব্যর্থ হলে দীর্ঘমেয়াদে বাজার হারানোর আশঙ্কা রয়েছে।

বাংলাদেশ গার্মেন্ট ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিজিএমইএ) সিনিয়র সহসভাপতি ইনামুল হক খান বণিক বার্তাকে বলেন, আপাতত কোনো ক্ষতি হবে না, কারণ আমরা শূন্য শুল্কে রয়েছি। এটা অব্যাহত থাকবে ২০২৯ সাল পর্যন্ত। ওই পর্যন্ত আমাদের কোনো সমস্যা নেই। এ সময়ের মধ্যে দ্রুতগতিতে আমাদের প্রেফারেনশিয়াল ট্রেড এগ্রিমেন্ট এবং এফটিএ করতে হবে। এ সময়ের মধ্যে ইইউর সঙ্গে পিটিএ ও এফটিএ বাণিজ্য মন্ত্রণালয় করে ফেলবে বলে আজই আশ্বাস দেয়া হয়েছে। আমরা বলেছি, ভারতের এফটিএ করতে ১৯ বছর সময় লেগেছে, আমাদের অনেক দেরি হয়ে গেছে। কিন্তু বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকে কনফিডেন্সের সঙ্গে বলা হয়েছে যে হাতে চার বছর সময় আছে, এ সময়ের মধ্যে বাংলাদেশ চুক্তি করে ফেলবে। এ প্রক্রিয়া অনেক আগেই শুরু করা উচিত ছিল। আপাতত আমরা ২০২৯ সাল পর্যন্ত টিকে থাকতে পারব। কিন্তু তারপর আমরা বাজার হারাব, যদি না এ সময়ের মধ্যে আমরা পিটিএ, এফটিএর মতো কিছু করতে না পারি।

শিল্পসংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, সাম্প্রতিক কালে পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত বস্ত্র খাতে আগ্রাসী শিল্পনীতি সহায়তা যেমন কম দামে জমি, বিক্রয়ের ওপর আয়করের অব্যাহতি, দক্ষতা উন্নয়নে বিশেষ আর্থিক সুবিধা প্রদান এবং অবকাঠামোগত উন্নয়নের মতো পদক্ষেপ নিয়েছে। ফলে দেশটির মিলগুলো প্রায় ৪০ সেন্টের সমপরিমাণ সহায়তা পেয়ে প্রতি কেজি সুতা রফতানিতে উৎপাদন খরচের চেয়ে ৪০-৫০ সেন্ট মূল্য কমিয়ে বাংলাদেশে রফতানি করছে। অন্যদিকে বাংলাদেশের স্থানীয় দেশীয় মিলগুলো প্রতিযোগী দেশগুলোর প্রণোদনা প্রদত্ত মূল্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকতে পারছে না। ফলে এ খাতে বাংলাদেশের উদ্যোক্তারা অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে এবং তাদের বিনিয়োগ হুমকির মধ্যে পড়েছে। তৈরি পোশাকের ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজের এ ভঙ্গুরতা ভারত-ইইউ এফটিএ কার্যকর-পরবর্তী বাংলাদেশের শঙ্কাকে আরো ঘনীভূত করবে বলে জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা।

আরএপিআইডি চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক বলেন, 'আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় দীর্ঘমেয়াদে টেকসই হতে হলে বাংলাদেশের ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ শিল্প শক্তিশালী করার পাশাপাশি এর ব্যাপ্তি অনেক বাড়াতে হবে। অতি সম্প্রতি যুক্তরাজ্য বাংলাদেশকে এলডিসি গ্র্যাজুয়েশনের পর শুল্কমুক্ত বাজার সুবিধা দেয়ার পাশাপাশি তৈরি পোশাকের ক্ষেত্রে সিঙ্গেল স্টেজ সুবিধা বহাল রেখেছে। ফলে যুক্তরাজ্যের সঙ্গে এফটিএ হওয়ার পরও ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রটিতে সমতা থাকবে। পাশাপাশি মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রেও যথাযথ নীতি কার্যকর করতে হবে, যাতে করে মূল্য কমানোর অভ্যন্তরীণ প্রতিযোগিতা এড়ানো যায়।'

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশে ইইউ ডেলিগেশন সূত্রে জানা গেছে, গত সেপ্টেম্বরে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন বরাবর একটি চিঠি পাঠিয়েছে ইইউ বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের কার্যালয়। এ চিঠিতে বাংলাদেশ-ইইউ বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্পর্ক-সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জগুলোর একটি তালিকা সংযুক্ত করা হয়েছে। চিহ্নিত নন-ট্যারিফ, নিয়ন্ত্রক, অন্যান্যসহ মোট ১৩টি চ্যালেঞ্জ বাংলাদেশ-ইইউর দীর্ঘমেয়াদি ও গভীর অর্থনৈতিক সম্পর্ককে প্রভাবিত করছে বলে চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে। চিঠি অনুযায়ী, ইইউর সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্পর্ক উন্নয়নে চিহ্নিত ১৩টি চ্যালেঞ্জের মধ্যে প্রথম পাঁচটি অশুল্ক বাধা-বিষয়ক। পরবর্তী আটটি নিয়ন্ত্রক বা নীতিগত ও অন্যান্য সমস্যা হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে।

ইইউ-সংশ্লিষ্ট এক কর্মকর্তা বণিক বার্তাকে বলেন, 'চিঠিতে উল্লেখ করা উদ্বেগগুলো বিবেচনায় নিলে ইইউ ধরে নেবে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি করতে যে উদ্যোগ বাংলাদেশ নিয়েছে তার প্রস্তুতি শুরু হয়েছে এবং বিষয়টিকে বাংলাদেশ যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছে। ইইউর উত্থাপন করা বিষয়গুলোয় বাংলাদেশ যথাযথ গুরুত্ব দিলে তা এফটিএ সহায়ক হবে। অর্থাৎ বাংলাদেশ চ্যালেঞ্জগুলো সমাধানের পথে অগ্রসর হলে এফটিএর জন্য সহায়ক পরিবেশ তৈরি সহজ হবে।'

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

The Daily Star
28 JAN 2026

LDC graduation will expose economy to serious risks

Business leaders and bankers say Bangladesh is not yet ready for post-LDC challenges

Bangladesh Bank Governor Ahsan H Mansur is seen with business leaders, bankers, senior executives and members of the board of directors of the ICCB at a roundtable on LDC graduation challenges for banking industry at Sheraton Dhaka in Banani yesterday. PHOTO: ICCB

STAR BUSINESS REPORT

Bangladesh is not fully prepared to face the economic and institutional challenges that will follow its graduation from the least developed country (LDC) category later this year, business leaders and bankers said yesterday, warning that it could expose the economy to serious risks.

Speaking at a roundtable on the implications of LDC graduation for the banking sector, they cautioned that Bangladesh will gradually lose preferential market access, concessional financing and policy flexibilities, while facing intensified global competition, pressure on exports and rising living costs.

These changes will place new pressures on the economy, particularly on the financial system, ICCB President Mahbubur Rahman said at the event organised by International Chamber of Commerce-Bangladesh (ICCB).

Noting that the graduation should be seen as a structural shift rather than a symbolic milestone, he added, "In the post-LDC era, a strong, credible, and autonomous central bank will be the anchor of financial stability and confidence."

AK Azad, vice-president of ICCB, said there were real post-graduation impacts on exports and other sectors. "We clearly presented these to the interim government, but they did not agree."

He urged the next government to take up the issue with urgency, as understanding and addressing the realities of LDC graduation would take time.

Simeen Rahman, chief executive officer of Transcom Group, said graduation would reshape Bangladesh's policy space and competitiveness, particularly in sectors directly affecting people's lives.

Emphasising the pharmaceutical industry, she said coordinated policy, regulatory efficiency, financial support and adequate transition time were crucial to preserving domestic strength and export potential. Local production of active pharmaceutical ingredients (APIs), she added, was a key preparatory step.

"If we place people's health, industrial strength and financial stability at the centre of this transition, Bangladesh will graduate not only with pride but with confidence," she said.

Former BKMEA president Fazlul Hoque said while graduation was welcome, the private sector remained deeply uneasy about preparedness. "The reality is that we are not well prepared. That is why we have been advocating for an extension," he said.

However, he warned that even a two- or three-year extension would be meaningless without concrete action.

"We already had eight years to prepare... There were many meetings and seminars, but little real progress. If we waste the next few months, even with an extension, we will simply repeat the same discussions," he said.

Muhammad A (Rumee) Ali, chairman of the ICCB Banking Commission, said despite extensive discussion of graduation's sectoral impacts, the banking industry had lacked urgency and proactive policy dialogue.

Pay hikes for govt staff may fuel inflation: governor

STAR BUSINESS REPORT

The interim government's proposed new pay scale for public servants could intensify inflationary pressures and strain the banking system, Bangladesh Bank (BB) Governor Ahsan H Mansur said yesterday.

"The salary hike will require borrowing more from the banking system. Is that going to help reduce inflation? No," the governor said at an event on the implications of the LDC graduation for the banking system, organised by the International Chamber of Commerce-Bangladesh (ICCB) in Dhaka.

READ MORE ON B3

The Daily Star

2 8 JAN 2026

Syed Mahbubur Rahman, managing director of Mutual Trust Bank, said LDC graduation marked a new phase of development that demands maturity, discipline and vision.

"The banking sector must not remain a passive observer; it must act as an active architect of a more resilient, inclusive and globally competitive Bangladesh," he said.

Meanwhile, offering a contrasting view, Bangladesh Bank Governor Ahsan H Mansur urged stakeholders not to frame graduation narrowly as a matter of tariff or trade privileges.

"It is part of a larger economic transformation," he said, adding that Bangladesh must decide whether it wants to remain among fragile economies or aspire to stand alongside emerging and developed nations.

"Graduation is inevitable. The policies we need for graduation are the same policies we need for development – growth, human development, a strong currency and a resilient financial system," he said.

Diversification, better logistics, improved ports, roads, communications, ICT, education and healthcare were all integral to both development and graduation, he added.

"Unfortunately, we have downsized the debate to protecting market access. That is not the core issue. Graduation and development go hand in hand," he said.

Mansur also defended recent reforms, including contracts with global port operators, acknowledging that resistance was inevitable but necessary to ensure continuity. "The government decided to sign the contracts to preserve continuity for the future."

He also criticised sections of the business community for supporting policies such as interest-rate caps that weakened the financial system.

"They never protested when bureaucrats siphoned money abroad. Where was the business community then? They were happy," he said.

"We need vibrant associations, not puppet ones -- associations that speak the truth without hesitation. Otherwise, democracy becomes little more than voting every few years while business continues as usual," he added.

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো